৬ বর্ষ ১৬ সংখ্যা ২৯ আগস্ট ২০০৩

এই শতাব্দীর সাপ্তাহিক ২০০০

সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী

নির্বাহী সম্পাদক
মোহসিউল আদনান

প্রধান প্রতিবেদক
গোলাম মোর্তোজা

প্রতিবেদক
জয়ন্ত আচার্য
সাইফুল হাসান, বদরুদ্দোজা বাবু

সহযোগী প্রতিবেদক
বদরুল আলম নাবিল
আসাদুর রহমান, রুহুল তাপস

প্রধান আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন

আলোকচিত্রী
আনোয়ার মজুমদার

নিয়মিত লেখক
আসজাদুল কিবরিয়া, জুটন চৌধুরী
ফাহিম হুসাইন, হাসান মূর্তাজা
নোমান মোহাম্মদ, জব্বার হোসেন

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি
সুমি খান

যশোর প্রতিনিধি
মামুন রহমান

সিলেট প্রতিনিধি
নিজামুল হক বিপুল

বিশেষ বিদেশ প্রতিনিধি
মিজানুর রহমান খান

কানাডা প্রতিনিধি
জসিম মল্লিক

হলিউড প্রতিনিধি
মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল

নিউইয়র্ক প্রতিনিধি
আকবর হায়দার কিরণ

ওয়াশিংটন প্রতিনিধি
নাসিম আহমেদ

যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি
শাহরিয়ার ইকবাল রাজ

কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রধান
নূরুল কবীর

শিল্প নির্দেশক
কনক আদিত্য

প্রদায়ক আলোকচিত্রী
এ এল অপূর্ব

জেনারেল ম্যানেজার
শামসুল আলম

যোগাযোগ
৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ **৯৩৫০৯৫১ - ৩**
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন ঃ **৯৩৪৯৪৫৯**
ফ্যাক্স ঃ **৯৩৫০৯৫৪**
চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
ইমেল ঃ s2000@dbn-bd.net

দাম ঃ ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর পক্ষে **মাহফুজ আনাম** কর্তৃক প্রকাশিত ও **ট্রান্সক্রাফট লিঃ**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

www.shaptahik2000.com

ঢাকা এখন পৃথিবীর অন্যতম মেগাসিটি। ঢাকার লোকসংখ্যা বেড়ে চলেছে জ্যামিতিক হারে। কোটি লোকের রাজধানী এ শহরে ক্রমেই আবাসন সমস্যা আরো তীব্র হচ্ছে। এখন নিম্নবিত্ত থেকে উচ্চবিত্ত সবারই স্বপ্ন ঢাকায় একটি ঠিকানা। নিজস্ব বাড়ি নতুবা মাথা গোঁজার জন্য একটি অ্যাপার্টমেন্ট। অথচ একটি অ্যাপার্টমেন্ট কেনার সাধ্য খুব কম লোকেরই আছে। এ কারণে চলছে সাধ ও সাধ্যের টানাপড়েন। তবে আধুনিক প্রযুক্তি, উদ্ভাবনীশক্তি কাজে লাগিয়ে রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো অ্যাপার্টমেন্টকে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসছে। কম মূল্যে অধিক সুবিধাসম্পন্ন ফ্ল্যাট দিতে কোম্পানিগুলোর মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়েছে।

মোঘল আমলে বুড়িগঙ্গার তীর ঘেঁষে গড়ে ওঠে আজকের ঢাকা। একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯০১ সালে বৃহত্তর ঢাকা মহানগরীতে ১ লাখ ২৯ হাজার লোক বাস করতো। পাকিস্তান আমলে প্রাদেশিক রাজধানী হিসেবে ঢাকার পরিধি বাড়তে থাকে। স্বাধীনতা পরবর্তীতে বাঁধ ভাঙা মানুষের ঢল নামে ঢাকায়। সৃষ্টি হয় তীব্র আবাসন সমস্যার। এ সমস্যা সমাধানের জন্য শুরু হয় অ্যাপার্টমেন্ট ব্যবসা। ইস্টার্ন হাউজিং প্রথম অ্যাপার্টমেন্ট ব্যবসা শুরু করে। প্রথমদিকে মানুষ অ্যাপার্টমেন্টের ওপর ভরসা পেতো না।

৮০-র দশকে অ্যাপার্টমেন্ট কেনা ছিল স্ট্যাটাসের ব্যাপার। দামও ছিল বেশি। ক্রমেই অ্যাপার্টমেন্ট ব্যবসা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ইস্টার্ন হাউজিংয়ের সফলতার পর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এসেছে ব্যবসায়। তারা ধানমন্ডি, লালমাটিয়া, শান্তিনগর, পরীবাগ, কাঁঠালবাগান, মৌচাকে গড়ে তুলেছে একের পর এক অ্যাপার্টমেন্ট।

পরবর্তীতে অ্যাপার্টমেন্ট ছড়িয়েছে উত্তরা-বারিধারায়। এখন বিস্তার ঘটেছে আশুলিয়া, মাওয়া রোড, বিশ্বরোডের নিকটবর্তী স্থানে। মহানগরীতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে অ্যাপার্টমেন্ট।

অ্যাপার্টমেন্ট এখন মধ্যবিত্তের নাগালের মধ্যে। ১৫ থেকে ১৮ লাখ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে একটি অ্যাপার্টমেন্ট। ১ হাজার স্কয়ার ফিটের ফ্ল্যাটে থাকছে ২ রুম, ২ বারান্দা, ২ বাথ। অর্থাৎ হিসাব অনুযায়ী আপনি ২৫ লাখ থেকে কোটি টাকার মধ্যে সুবিধা মতো জায়গায় অ্যাপার্টমেন্ট কিনতে পারেন।

এখন অ্যাপার্টমেন্টে বড় সুবিধা বাড়ি বানানোর ঝামেলা পোহাতে হয় না। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ঋণ দিতে এগিয়ে আসছে। এ কারণে অ্যাপার্টমেন্ট আজ স্বপ্ন নয়, বাস্তব।